সুশান্ত দাসের কবিতার সমালোচনা

সমালোচনা- ডঃইমন ভট্টাচার্য
অধ্যাপক

সুশান্ত দাসের কবিতার সমালোচনা

কবিতা- একটি মেয়ের গল্প

ন্যাচারালিজম বলে জগতের অবস্থা শোচনীয়।শোচনীয় মানবমাজ।কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া, মাৎসর্যে পূর্ণ।একে খুব উন্নতও করা যাবে না।ফলে জগৎ গাড্ডায় যাবে।একধরণের ডারউইনিজম বা ভ্রান্ত ডারউইনিজম থেকে এর উৎপত্তি।অন্যদিকে রয়েছে রোমান্টিসিজম, যা ব্যাক্তি- স্বাধীনতার কথা বলে।পরিবর্তন ও আশাবাদের কথা বলে।কিন্তু রোমান্টিকতা অনেকাংশেই ইউটোপিয়ান।

আমরা ‘একটি মেয়ের গল্প’ কবিতাটির থেকে দেখতে চাই এর মাঝামাঝি অন্য পথ আছে কিনা! ভোর চারটেতে ঘুম ভাঙে মেয়েটির। তার রোজকার রুটিন বর্ণনা করেছেন কবি। কোথায় কর্পোরেট রুটিন, কোথায় এই মেয়েটির রুটিন। তার হাড়ভাঙা পরিশ্রম। ট্রেন ধরে যাদবপুরে কাজের বাড়ি।বৌদির সাতটায় বিছানায় চা চাই।

বিক্রমগড়ে পুকুরে কাপড় কেচে বালতি প্রতি পাঁচ টাকা। স্বামীর নেশা। পয়সা জোগাতে হয় মেয়েটিকে।তারপর কপালে দু-এক ঘা জোটে।

মেয়েটি বঞ্চিত, কিন্তু লড়াই থামিয়ে দেয় না।

কলকাতার কাজ শেষ করে।ক্যানিং-এ কাজ করে সে মেসে।তারপর ছেলেমেয়েদের খাওয়ায় মেয়েটা।

কামাই, অসুখ চলতে থাকে।ঝরণা বৌদি ফোনে শাসায়।তবু সে অ-আ-ই-ঈ লেখে সেলেটের ওপরে।

এ এক ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের গল্প।মেয়েটি নিজেকে চালানোর ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে।পরিশ্রম দিয়ে।শেষে আছে তার শিক্ষার চেষ্টা।অন্ধকারের ভেতর এক চিলতে আলো। ন্যাচরালিজম নয়, রোমান্টিসিজমও নয়, বাস্তবকে দেখিয়েও তার মধ্যে আলো খোঁজা, আশা খোঁজা, তা'ই হল রিয়্যালিজম।সুশান্ত দাস রিয়্যালিস্ট কবি।

সুশান্ত দাসের কবিতার সমালোচনা

কবিতা- বাবার পাওনা

বঞ্চনা কি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রতিবাহিত হয়! যে মা বাবার আশ্রয়ে আমরা বড় হই, সেই মা বাবাকে কতটা জায়গা দিই আমরা আমাদের পরিণত বয়সে! মা- বাবা তো শুধু জন্মদাতা নন, তারা পালনকর্তাও।তারাই আমাদের পালন করেছেন, এগিয়ে দিয়েছেন জীবনের দিকে। কবি তাই বলেছেন,

"ব্রেড, টোস্ট অথবা স্যান্ডউইচ
ব্রেকফাস্টের শেষে ফ্রেস হই
মেয়ের সাথে খেলা দিয়ে দিন শুরু
যন্ত্রণাটা শুধু আমার বাবার পাওনা।"

কবির লিখিত চরিত্রটি ব্যস্ত থাকে, রোজকার রুটিনে, রুটিন বদ্ধতায়।কর্পোরেট নিয়মে সে চলে।তাকে দিনে পঁচিশ স্যালুট করার আছে।আগে পিছে কর্মচারীর ঘোরাঘুরি সে 'এনজয়' করে।

ছেলের স্ট্যাটাস বাঁচিয়ে রাখতে তার বাবা সারাদিন এককোণে কাজ করে যায়।ছেলে অবজ্ঞা করে ভাবে "আমার কি এসে যায়!"

মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যায় বাবা।মেয়ে একমনে গেম খেলে।মেয়েকে নিজের বুকের ব্যাথার কথা জানাতে মেয়ে বলে "ছাড়ো তো বাবা আমার কি এসে যায়!"

প্রায় ছোটগল্পের মতো ‘Whipcrack ending’। চাবুকের মত কবিতাটি বাজে বুকে। বাবাকে দেওয়া অবজ্ঞা, ফিরিয়ে দেয় মেয়ে। একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। এটাই ‘বাবার পাওনা’। নচিকেতার ‘বৃদ্ধাশ্রম’ গান মনে করিয়ে দেয়।

রণজিৎ দাস ‘বাবা’কে উদ্দেশ্য লিখেছিলেন, “আমার কবিতা থেকে আপনি একটু দূরে আছেন / যেমন শহর একটু দূরে থাকে পাওয়ার স্টেশন।”

বাংলা কবিতা ‘বাবা’ একটি চর্চিত বিষয় হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি বিরল। সেই বিরল বিষয়টিই এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।